মেহেরপুরে হার পাওয়ার প্রকল্পের ল্যাপটপ বিতরণ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে পরিচালিত ‘হার পাওয়ার’ প্রকল্পের আওতায় মহিলা কল সেন্টার এজেন্ট ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে ল্যাপটপ বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর দারুল উলুম আহমদিয়া কামিল মাদ্রাসা মিলনায়তনে এ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: খায়রুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা সহকারী প্রোগ্রামার সুব্রত কুমার বিশ্বাস।

ল্যাপটপ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন জান্নাতুল ফেরদৌস ও সোনিয়া আক্তার।

উল্লেখ্য, ছয় মাসব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে মোট ২৫ জন নারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি ও প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যেই এই ল্যাপটপ বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপের পরিকল্পনা প্রণয়ন সভা

মেহেরপুর পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি)-এর সম্মিলিত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার মেহেরপুর প্রেসক্লাবের হলরুমে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় এবং এফসিডিও’র অর্থায়নে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পিএফজি সমন্বয়কারী মুজাহিদ আল মুন্নার সঞ্চালনায় সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ও পিস অ্যাম্বাসেডর সায়্যেদাতুন্নেসা নয়ন।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদ্য নির্বাচিত আহ্বায়ক ও পিস অ্যাম্বাসেডর আজমল হোসেন মিন্টু, জেলা ইমাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. সিরাজ উদ্দীন, সাবেক কাউন্সিলর রোকসানা কামাল রুনু, বাংলাদেশ কংগ্রেসের মো. আল মাসুম, এডভোকেট আমানুল্লাহ আমান, বিএনপি নেতা আব্দুস সাত্তার মুক্তা, জাতীয় পার্টির মামলত হোসেন, পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি সঞ্জিত পাল বাপ্পিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সাংবাদিক, ধর্মীয় ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং পিএফজি’র গঠনতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করেন আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মো. খোরশেদ আলম। এমআইপিএস প্রকল্পের বিস্তারিত পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন কৌশল উপস্থাপন করেন এলাকা সমন্বয়কারী এস.এম. রাজু জবেদ।

এ সময় পিএফজি’র সমন্বয়কারী ও মাঠ সমন্বয়কারী মো. আশরাফুজ্জামান বিভিন্ন রেজ্যুলেশন ও সামষ্টিক কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। পাশাপাশি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। সভায় আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, পৌরসভা কেন্দ্রিক পিস ইভেন্ট এবং পিএফবিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য পৃথক কমিটি গঠন করা হয়, যারা আগামী দিনে পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়নে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

মেহেরপুরে কৃষক সাইফুল শেখের পরিবারের পাশে প্রশাসন ও খানি

মেহেরপুরে পেঁয়াজ চাষি সাইফুল শেখ আত্মহত্যার ঘটনায় সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহ করতে আসা বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক (খানি) দলের সঙ্গে আজ বৃহস্পতিবার নিহত কৃষকের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন মেহেরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পলাশ মণ্ডল।

এ সময় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল মোমিন এবং উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

গতকাল বুধবার খানি সদস্য সংগঠনসমূহের প্রতিনিধি, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কর্মী, কৃষি গবেষক, লেখক ও সাংবাদিকরা নিহত কৃষকের পরিবার, স্থানীয় কৃষক ও প্রশাসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাদের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে আজ ইউএনও পলাশ মণ্ডল খানি ভিজিট টিমকে সঙ্গে নিয়ে সরাসরি সাইফুল শেখের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার পর ইউএনও পলাশ মণ্ডল উপজেলা সমাজকল্যাণ তহবিল থেকে শোকাহত পরিবারের হাতে নগদ অর্থ তুলে দেন। এছাড়াও, বেসরকারি ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান আশা থেকে নিহত কৃষকের ঋণ মওকুফের ব্যবস্থা, কৃষকের মেয়ে রোজেফা খাতুনের জন্য শিক্ষাবৃত্তি, এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেন। কৃষক সাইফুলের পরিবারকে কৃষিকাজ চালিয়ে যেতে বর্গাচাষের জমিতে চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ ও সার সরবরাহেরও আশ্বাস দেন তিনি।

ইউএনও পলাশ মণ্ডল বলেন, “যা ঘটেছে তা অত্যন্ত মর্মান্তিক। আপনাদের যে ক্ষতি হয়েছে, আমরা তা পুরোপুরি পুষিয়ে দিতে পারব না, তবে আপনাদের প্রয়োজনে আমরা পাশে আছি।”
তিনি আরও বলেন, “নিহত কৃষক সাইফুল শেখের এই ঘটনায় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণে খানি ক্যাটালিস্ট হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।” কৃষক ও কৃষি বিষয়ে খানির কার্যক্রমের জন্য তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

খানি সহসভাপতি রেজাউল করিম সিদ্দিকী জানান, এই ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য তারা কাজ করছেন। প্রশাসনের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে তিনি আশা প্রকাশ করেন, এর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার কিছুটা হলেও সহায়তা পাবে।

খানি দলের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, নেটওয়ার্কটির সহসভাপতি রেজাউল করিম সিদ্দিকী, সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড পার্টিসিপেটরি রিসার্চের নির্বাহী প্রধান গৌরাঙ্গ নন্দী, ইনসিডিন বাংলাদেশের মুশফিক সাব্বির, লেখক ও গবেষক পাভেল পার্থ, অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের ডেপুটি ম্যানেজার অমিত রঞ্জন দে, আজকের পত্রিকার সাংবাদিক সাইফুল মাসুম এবং পার্টিসিপেটরি রিসার্চ

অ্যান্ড অ্যাকশন নেটওয়ার্ক প্রাণের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর উম্মে সালমা প্রমুখ।

১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক যে সরকার শপথ গ্রহণ করেছিল তা আমাদের জন্য বীরত্বগাথা অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই আজম বীর প্রতীক বলেছেন, ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল এই আম্রকাননে ঐতিহাসিক যে সরকার শপথ গ্রহণ করেছিল তা আমাদের জন্য বীরত্বগাথা অধ্যায়। আমরা গতকালে ফিরে যেতে পারব না। ইতিহাসের উপর কোন কিছু আরোপ করা যায় না। এখানে যে সরকার গঠন করা হয়েছিল সেই বিষয়টি অমলিন হয়ে থাকবে।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালন উপলক্ষে আজ ১৭ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সকালে সূর্যদয়ের সময় মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসকল কথা বলেন।

তিনি বলেন, অস্থায়ী সরকারের শপথ গ্রহন জাতীর জন্য একটা গৌরব উজ্জল অধ্যায়। এটা অমলিন থাক। আমরা যেন এটাকে সারাজীবন বরণ এবং উদযাপন করতে পারি। এটা মেহেরপুর, বৈদ্যনাথতলা এবং এই অঞ্চলকে ধন্য করেছে। যারা সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা আছে তারা প্রতিনিয়তই এটাতে বিব্রতবোধ করেন। যারা মুক্তিযুদ্ধ না করেও নিজেদেরকে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে পরিচিত করাচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে অনেক উদ্যেগ আমরা ইতিমধ্যে গ্রহন করেছি। কিছু বিষয় আছে, যে বিষয়গুলো আদালতের রায়ের অপেক্ষায় আছি আমরা। আদালতে অনেকেগুলো মামলা আছে। আমরা চেষ্টা করছি মামলাগুলো নিষ্পত্তি করা। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি কমপ্লেক্স এর উন্নয়নের বিষয়ে আরও বলেন, এখানে যা কিছু করা হবে তা ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠতার নিরিখেই করা হবে। এর বাইরে কোন কিছু আরোপিত করা হবে না। কোন কিছুর সত্যতার ইতিহাস মোচনও হবে না।

ঐতিহাসিক ১৭ এপ্রিলের প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠানটি পালন উপলক্ষে

বৃহস্পতিবার সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বৈদ্যনাথতলা আমবাগানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, গার্ড অব অনার গ্রহণ এবং স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেনে উপদেষ্টা। একই সঙ্গে মুজিবনগর সৃতিসৌধে পতাকা উত্তোলন করেন স্থানীয় প্রশাসন।

এ সময় মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক উপদেষ্টাকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন পুলিশ পরিদর্শক (আর আই) আফজাল হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশ, বিজিবি ও আনসার সদস্যের একটি টিম।

পতাকা উত্তোলন শেষে ১৯৭১ সালে অস্থায়ী সরকার গঠনকালে গার্ড অব অনার প্রদানকারী জীবিত ২ আনাসার সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিমদ্দীন এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজ উদ্দিন কে সন্মাননা ক্রেষ্ট তুলে দেন মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক উপদেষ্টা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন,মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক উপদেষ্টার একান্ত সচি তথ্য ও লেঃ কর্নেল(অব:)আব্দুল গাফ্ফার, তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্ত এনায়েত হোসেন, সহকারী একান্ত সচিব আমিরুল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সচিব ইসরাত জাহান, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার(সার্বিক) শওকত হোসেন, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ ও পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডলসহ প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ।

পুষ্পার্ঘ অর্পণ শেষে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক উপদেষ্টা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি কমপ্লেক্স এবং আমবাগানের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন।

সংক্ষিপ্ত সফরে মেহেরপুরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপদেষ্টা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক ই আজম বীর প্রতীক সংক্ষিপ্ত সফরে মেহেরপুর পৌঁছেছেন।

আজ বুধবার রাতে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক ই আজম বীর প্রতীক মেহেরপুর সার্কিট হাউসে এসে পৌঁছান।

উপদেষ্টা ফারুক ই আজম বীর প্রতীক সার্কিট হাউসে এসে পৌঁছালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ তাঁকে স্বাগত জানান। উপদেষ্টা ফারুক ই আজম বীর প্রতীকের সফর সঙ্গি হিসাবে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ইসরাত জাহান চৌধুরীসহ মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ রয়েছেন।

এছাড়াও সার্কিট হাউসে অন্যদের মধ্যে খুলনা বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ হোসাইন শওকত, মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট গাজী মূয়ীদুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক ই আজম বীর প্রতীক আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকালে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ করবেন। এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন শেষে ঢাকার উদ্দেশ্যে মেহেরপুর ত্যাগ করবেন।

মেহেরপুরে স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক কমিটির পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক কমিটির পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার দুপুর ২টার সময় মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে এই পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমল হোসেন মিন্টুর সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব শহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব এডভোকেট কামরুল হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান মাহফুজ, যুগ্ম আহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান সজীব, রাকিবুল ইসলাম সজল, ইলিয়াস হোসেনসহ আহ্বায়ক কমিটির সকল সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, “বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি রাষ্ট্র সংস্কারের যে ৩১ দফা কর্মসূচি দিয়েছে, তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। দেশনায়ক তারেক রহমানের নির্দেশে মেহেরপুর জেলা বিএনপিতে যে স্বচ্ছ ও কর্মক্ষম কমিটি গঠিত হয়েছে, তাতে তৃণমূল নেতাকর্মীরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট।”

তিনি আরও জানান, জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক জাবেদ মাসুদ মিলটনসহ আহ্বায়ক কমিটির সকল সদস্যদের নিয়ে ইতিমধ্যে দল পুনর্গঠন এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিটি গঠনের কাজ চলমান রয়েছে। অচিরেই একটি উৎসবমুখর পরিবেশে জেলা বিএনপি’র সম্মেলন আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

সভায় উপস্থিত নেতারা স্বেচ্ছাসেবক দলের মূলনীতি “সেবা-ঐক্য-প্রগতি” কে সামনে রেখে দলের জন্য নিরলসভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। বক্তারা বলেন, একজন নেতার দায়িত্ব শুধু নেতৃত্ব নয়, বরং সেবক হিসেবে দলের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া ও জনগণের আস্থা অর্জন করাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

মেহেরপুরের শ্যামপুর ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সম্মেলন

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার ১৬ই এপ্রিল বিকেল পাঁচটার সময় সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র আয়োজনে নীলমনি হলপাড়া ঈদগাহ মাঠে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলন অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সদস্য ইলিয়াস হোসেন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব এডভোকেট কামরুল হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ ।

সম্মেলন মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেননের সঞ্চালনায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সদস্য আলমগীর খান ছাতু, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আনিসুল হক লাভলু, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, যুগ্ম আহবায়ক রাকিবুল ইসলাম সজল, যুবদল নেতা মশিউল আলম দ্বীপু, মীর জাহাঙ্গীর, যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, সুইট, জনি সহ শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলা শ্যামপুর ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সম্মেলনে নতুন কমিটির সভাপতি ফজলুর রহমান সাধারণ সম্পাদক আলম নির্বাচিত হন।

মেহেরপুরে হজযাত্রীদের একদিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এবং মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় ২০২৫ সালের হজযাত্রীদের জন্য একদিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনায় এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

বুধবার সকাল সাড়ে ৯টায় মেহেরপুর জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সম্মেলন কক্ষে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সুপারভাইজার মোহাম্মদ আমানুল্লাহ এবং

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা আব্দুল হামিদ।

কর্মশালায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ. জে. এম. সিরাজুম মনিরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। তিনি হজযাত্রীদের উদ্দেশে বলেন, “আমরা সবাই আল্লাহর মেহমান, আল্লাহর জন্যই হজে যাচ্ছি। আল্লাহর উপর ভরসা রেখে সুস্থভাবে হজ পালন করুন এবং ফিরে এসে দেশ ও পরিবারের জন্য দোয়া করুন।”

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা সিভিল সার্জন ডা. এ. কে. এম. আবু সাঈদ। তিনি বলেন, “হজযাত্রীদের যথাযথ স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং মেনিনজাইটিস ও ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা গ্রহণ বাধ্যতামূলক। স্বাস্থ্য সনদ গ্রহণ করে নির্ধারিত টিকাদান কেন্দ্রে উপস্থিত থাকার অনুরোধ করছি।”

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ওয়ালিউল্লাহ, অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল করিম এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাস্টার ট্রেইনার মাওলানা মো. আব্দুল হামিদ।

প্রশিক্ষণে মেহেরপুর জেলার মোট ১৯০ জন হজযাত্রীর মধ্যে ১৫২ জন অংশগ্রহণ করেন। সকাল ৯টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে আওয়ামী লীগ নেতা সহ ১১ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর, গাংনী ও মুজিবনগর থানা পুলিশের যৌথ অভিযানে আওয়ামী লীগ নেতাসহ ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। আজ বুধবার সকালে তাদের আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ৩ জন আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী এবং

অন্যদের বিরুদ্ধে আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানা ছিল।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, নতুন দরবেশপুর স্কুলপাড়ার সাজ্জাদ হোসেনের ছেলে নাঈমুল ইসলাম (৩৪), আমদহ গ্রামের সুকুর আলীর ছেলে রশিদুল ইসলাম ওরফে রাশিদ (৩৬), হঠাৎপাড়ার মোনাজাত আলীর ছেলে শাহাবুদ্দিন (৪২), নতুন মদনাডাঙ্গার মৃত জমির মাস্টারের ছেলে মুস্তাক আহম্মেদ (৪২), শোলমারী গ্রামের তমসের আলীর ছেলে মোফাজ্জেল হোসেন মোফা (৪২), গাংনী উপজেলার জোড়পুকুড়িয়ার অফেজ উদ্দিনের ছেলে ও আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী ফয়সাল হোসেন (৪৪), তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি, রামদেবপুর গ্রামের মৃত ইউসুব মণ্ডলের ছেলে মোজাম্মেল হক (৪৬), মাগুরা সদর উপজেলার সাচানি রাউতাড়া গ্রামের হারুন অর রশিদের ছেলে রাজু আহম্মেদ (২২), মুজিবনগরের বাগোয়ান গ্রামের কাহিরুল ইসলামের ছেলে মো. মিঠুন (৩২), বিশ্বনাথপুর গ্রামের রাহিন বিশ্বাসের ছেলে মো. রুবেল (২৮), ভবেরপাড়া গ্রামের আবদার আলীর ছেলে মো. এনামুল হক (৪৪)।

মেহেরপুর জেলা পুলিশ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট মামলায় আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৩ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাত থেকে আজ বুধবার সকাল পর্যন্ত মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এই ৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, বাগোয়ানের কাহিরুল ছেলে মোঃ মিঠুন (৩২), বিশ্বনাথপুরের রাহিন বিশ্বাসের ছেলে মোঃ রুবেল (২৮), মাঃ নং ৪(৪)২৫ এবং ভবেরপাড়ার মোঃ আবদার আলীর ছেলে মোঃ এনামুল হক (৪৫), (জিআর ১৫১/২৩,এবং সি আর ৫৪৮/২৫)।

গ্রেফতাকৃতকে বুধবার দুপুরে আদালতে প্রেরণ করা করা হয়েছে। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।